দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 APR 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডগুলোর গলদ দূর করার দায়িত্বটা কার?

শ্যামা প্রসাদ তরফদার

অভিযোগ উঠেছে এবং অভিযোগটা দীর্ঘদিনের, যে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে বোর্ডের প্রচলিত পদ্ধতিতে গুরুতর গলদ রয়েছে। এই গলদের পরিণাম ভোগ করছে অগণিত শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এমন একটি গুরুতর অভিযোগের ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ নির্বিকার! কেন? বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী কি পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকের করের টাকায় প্রতিপালিত নন? তাহলে এসব অভিযোগের প্রতিকার তারা করছেন না কেন? সংবাদপত্রে খবর বের হল যে, এ বছর প্রায় দেড় হাজার এইচএসসি পরীক্ষার্থীর পুনর্মূল্যায়নের আবেদন পড়েছে তার পরদিনই ঢাকা বোর্ডের কন্ট্রোলার সংবাদপত্রে সংশোধনী দিয়ে জানালেন যে, না পুনর্মূল্যায়ন নয়, পুনঃ নিরীক্ষার আবেদন করা হয়েছে।

এই পুনঃ নিরীক্ষাটি আসলে একটি ধোঁকা এবং তাও আবার পরীক্ষার্থীরই টাকায়! পরীক্ষার্থীকে একটি বিষয়ের পুনঃ নিরীক্ষার জন্য ৭৫'০০ টাকা ফিস জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে! অতঃপর বোর্ড একজন পরীক্ষকের কাছে তার খাতাটি নিরীক্ষা করতে দিয়ে নির্দেশ দেবেন তার খাতায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলটা ঠিক আছে কিনা। এই নিরীক্ষক শুধু যোগফলটা দেখবেন, আর যদি ভুলে কোন প্রশ্নের উত্তরে নম্বর না দেয়া হয়ে থাকে তবে শুধু সেই উত্তরের নম্বর দিতে পারবেন। কিন্তু যদি ভুল করেও কোন উত্তরে অবিশ্বাস্য কম নম্বর দিয়ে থাকেন পরীক্ষক সেখানে নিরীক্ষক হাত দিতে পারবেন না। কি আশ্চর্য! যদি তিনি ভুল করে কোন উত্তরে নম্বরই না দিতে পারেন তবে অবশ্যই তিনি ভুল নম্বরও দিতে পারেন এবং সেখানেই তো নিরীক্ষকের হাত দেয়ার কথা। অথচ নিরীক্ষককে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে আসলে বঞ্চিত করা হয়েছে পরীক্ষার্থীকে তার প্রাপ্য সুবিচার পেতে। তা না হলে যে মেয়েটি ছ'টি বিষয়ে লেটারসহ মোট ৮৩৮ নম্বর পেয়েছে সে ইসলামের ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক অংশে ১৪ নম্বর আর রচনামূলক অংশে ৪০ নম্বর পেয়ে ফেল করত না। এই মেয়েটির প্রার্থনার পক্ষে আবেদন রেখেছিলেন অনিরুদ্ধ তার "একটি নামঞ্জুর প্রার্থনার পক্ষে" উপসম্পাদকীয়তে (সংবাদ, ৩১ অক্টোবর ১৯৯৭) এবং এর প্রতি পুরোপুরি সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন সৈয়দ আলী কবির (সংবাদ, ৪ নভেম্বর ১৯৯৭)।

ফজলুর রহমান সিদ্দিকী তার অভিমত প্রকাশ করেছেন "শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন, বোর্ড কি দায়িত্বশীল হবে না?" (সংবাদ, ৭ মার্চ ১৯৯৮)। জনাব সিদ্দিকী সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন গলদগুলো কোথায়? যেমন একজন পরীক্ষক ৮০০ থেকে ১৫০০ খাতা পেয়ে থাকেন, একজন প্রধান পরীক্ষক ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার খাতা পান। যেকোন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবেন যে, এতগুলো খাতা দেখতে গিয়ে কোন পরীক্ষকের পক্ষেই সুবিচার করা সম্ভব নয়। তাই একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ পরীক্ষক অনভিজ্ঞ এবং অপরীক্ষক ব্যক্তিকে দিয়ে খাতার মূল্যায়ন, নিরীক্ষণ এবং বৃত্ত ভরাটের কাজটি করিয়ে নেন সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে।

এমতাবস্থায় যখন কোন পরীক্ষার্থী গাঁটের পয়সা খরচ করে পরীক্ষার ফি দিয়ে পুনঃ মূল্যায়নের আবেদন করে তখন তাকে পুনঃ নিরীক্ষার নামে ধোঁকা না দিয়ে তার খাতাটি যথাযথ পুনরায় মূল্যায়ন করা হবে না কেন? তাই যে পরীক্ষার্থী অন্যান্য বিষয়ে ভাল ফল করেও কোন একটি বিষয়ে ২/১ নম্বরের জন্য ফেল করে তখন তার অন্য বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ২/১ নম্বর বিয়োগ করে যে বিষয়ে কম পেয়েছে সেখানে যোগ করে তার ফলাফল পুনর্মূল্যায়নের যে নিয়ম আগে ছিল তা পুনর্বহাল করা হোক।